দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 MAY 19..
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১৭ই বৈশাখ, ১৩৯৪

122

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্রাবাসের পরিবেশ

সুশিক্ষার জন্য ছাত্রাবাস উত্তম স্থান। সাধারণত সংগতিপন্ন ঘরের ছেলেরাই ছাত্রাবাসে থাকে। নিম্নবিত্ত ব্যক্তি ও ঋণভারে ভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সন্তানকে মানুষ করার জন্য ছেলের উচ্চ বিদ্যা অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করেন এবং ছাত্রাবাসে রাখেন। বহু ক্ষেত্রে অভিভাবকের আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। ছেলেদের বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগ, আলস্যতা, কুসংসর্গ, সময়ের অপব্যবহার, নিয়মিত পড়াশুনা না করা, আড্ডা দেওয়া, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া প্রভৃতি কারণে ছেলেরা ছাত্রাবাসে থেকেও কৃতকার্য হতে পারে না। অভিভাবকদের উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। এদের কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা শুধু অপচয় হয়ে থাকে। অনেক ছেলেই অভিভাবকদের কষ্টার্জিত টাকার চিন্তা করে না। এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা হয় না। নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকে। বিভিন্ন ছাত্র দলের রাজনৈতিক মতানৈক্য নিয়ে সেখানে মারামারি, খুনাখুনি ও বোমাবাজি হয়ে থাকে। এতে পড়াশুনার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে। শেষে পরীক্ষার সময় অধিক রাত জেগে পড়াশুনা করে স্বাস্থ্য নষ্ট করে। প্রতিদিন নিয়মিত পড়াশুনা না করায় অসাফল্যের বিষময় ফল ভোগ করে। কেউ কেউ পরীক্ষার পূর্বে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এতে পড়াশুনার সাধারণ পরিবেশ আর থাকে না। তাই তারা পরীক্ষা দিতে পারে না।

আবার যারা রাত-দিন অধ্যয়নরত থাকে তারা পরীক্ষায় সাফল্যের সংগে পাস করে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করে। তাদের অভিভাবকদের মনে দুশ্চিন্তার পরিবর্তে আসে শান্তি ও আনন্দ।

ছাত্রাবাসে থাকলে ছাত্রদের পারিবারিক কোন দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ-অশান্তির ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের মন অধ্যয়ন হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। এই কারণেই অভিভাবকরা ছেলেদের ছাত্রাবাসে রাখেন। ছাত্রাবাসে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ধরা-বাঁধা নিয়মের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় বলে সদাচারী ছাত্র উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররূপে সমাদর লাভ করে থাকে। ছাত্রাবাসে ছাত্ররাও সংসর্গ অনুযায়ী নিজেদের উন্নতি ও অবনতির পথ রচনা করে থাকে। দুষ্ট প্রকৃতির ছাত্ররা নিজেরা যেমন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না, অপরের অধ্যয়নে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে হট্টগোল সৃষ্টি করার চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। আবাসিক তত্ত্বাবধায়ক ও সদাচারী ছাত্রগণকে প্রায়ই তাদের উপদ্রবে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। তাই ছাত্রাবাসের পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সকলের সম্মিলিত প্রয়াশ চাই।

—এম, এ